রাগে এবং হতাশায় ধাক্কা দিয়ে মোল্লাকে পেছনে ছুড়ে দেয় চাঁদনী। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেও ঝট করে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে যায় মোল্লা। তার মুখে তুবড়ির মত ছুটছে কোরানের বাণী। আবার চাঁদনীকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সে হুঙ্কার দিল, "থাম! তোর জমিনের সাথে কথা বল। জমিন! বোঝা ওকে। ওর মাথার ঠিক নেই এখন।"

রাগে ফুসতে ফুঁসতে মোল্লার সামনে গিয়ে দাঁড়াল চাঁদনী, মোল্লাকে আঘাত করবার জন্য আবার হাত তুলেছিল। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে মোল্লা খুব শান্ত, স্থির এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কণ্ঠে কথা বলে উঠল, "চাঁদনী! ভালো আছিস তুই? কত দিন পরে দেখলাম তোকে!"

চাঁদনী পাথরের মত জমে গেল। তার উদ্যত হাতজোড়া শরীরের পাশে ঝুলে পড়ল। মুখের ভাবে একটু আগের ক্রুদ্ধতা মুছে গিয়ে সেখানে অবিশ্বাস এবং মমতার এক দুর্বোধ্য ছায়া পড়ল। সে ফিসফিসিয়ে বলল, "জমিন! এটা কি সত্যিই তুমি?"

জমিন মৃদু হাসল, "আমাকে চিনতে পারছিস না? এই কটা বছরেই ভুলে গেলি?"

চাঁদনী আরেক পা এগিয়ে গেল। "ভুলে গেছি? কি বলছ তুমি? তোমার জন্য আমি কি না করেছি?"

জমিন বলল, "আমি সব জানি। মোল্লা আমাকে বলেছে।"

"তোমার কি অনেক কষ্ট হয়েছে? মোল্লা কি তোমাকে অনেক যন্ত্রনা দিয়েছে?" চাঁদনীর কণ্ঠে বেদনা, দৃষ্টি টলমল।

"খুব একা আমিরে," জমিনের কণ্ঠে বেদনার ছায়া। "আমাকে কোথায় যেন আটকে রেখেছে। না পারি পালাতে, না পারি থাকতে। চারদিকে শুধু শূন্যতা। আর পারছি না। আমাকে বাঁচা তুই। আবার আমরা জ্যোৎস্নায় ছুটা ছুটি করে খেলব। মনে আছে, জামালপুরে, চাঁদনী রাত গুলোতে কত আনন্দে কাটত আমাদের।"

আবেগে থর থর করে কাঁপছে চাঁদনী। "ঐ দিনগুলো আবার কি ফিরে পাব আমরা? বাশারকে ওরা মেরে ফেলল। তোমাকে এই শয়তানটা বন্দী করল। আমাদের দুইটা জীবন ছিন্নভিন্ন করে দিল।"

এক লহমার মধ্যে পরিস্থিতি আবার পালটে গেল। মোল্লা চাঁদনীর দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে হঠাৎ সামনে এক পা বাড়িয়ে ডান হাত দিয়ে তার গলা শরীরে সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরল। শ্বাস নেবার জন্য হাস ফাঁস করছে চাঁদনী। তার মুখ দিয়ে গোঙ্গানীর মত শব্দ বের হচ্ছে। মোল্লা রহমতকে লক্ষ্য করে চীৎকার করে বলল, "ডাক টেপটা নিয়ে আসেন। জলদি ওর হাত পা বাঁধেন। সময় নষ্ট করবেন না। ওকে কতক্ষন ধরে রাখতে পারব জানি না।"

রহমত ডাক টেপ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, মাইক তার মুখে সজোরে একটা ঘুষি বসিয়ে দিল। ছিটকে মেঝেতে গিয়ে পড়ল রহমত, যন্ত্রনায় কঁকাতে লাগল।

মিজান দিশেহারা হয়ে বলল, "মাইক, কি করছ? মোল্লাকে সাহায্য কর, প্লিজ"

জুলেখার শরীরটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যেন নেতিয়ে পড়ছে। গলা দিয়ে ঘড় ঘড় করে শব্দ হচ্ছে। দুর্বল দুই হাত দিয়ে মোল্লার শক্তিশালী হাতটাকে তার শ্বাসনালী থেকে সরানোর ব্যার্থ চেষ্টা করছে সে।

জিনিয়া চীৎকার করে বলল, "ওকে ছেড়ে দাও। তুমি ওকে মেরে ফেলবে তো!"

মোল্লা চীৎকার করে বলল, "মরবে না। ওকে না থামালে ও আমাদের সবাইকে শেষ করে দেবে। মিজান সাহেব, ডাক টেপ দেন।"
জিনিয়া মালেকের দিকে তাকাল। সে হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল, যেন এই সবের কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না। ভাইয়ের পিঠে জোরে একটা ধাক্কা দিল জিনিয়া। "চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকিস না, ভাইয়া! ওকে বাঁচা!"
মালেকের যেন হঠাৎ করে হুশ ফিরে এলো। সে দ্রুত পায়ে মোল্লার দিকে এগিয়ে গেল। তার ঠিক পেছনেই মাইক। মালেক পেছন থেকে মোল্লার গলা চেপে ধরল। "ছাড়েন ওকে!"
মোল্লা তাকে লক্ষ্য করে সজোরে কনুই চালাল। পাঁজরের নীচে আঘাত খেয়ে ব্যাথায় কঁকিয়ে উঠল মালেক। মোল্লার গলা থেকে তার হাত খসে পড়ল। কিন্তু মাইককে সামাল দিতে পারল না মোল্লা। ধাই করে তার পিঠের উপর পর পর দুইটা ঘুষি বসাল মাইক। দম বন্ধ হয়ে এলো মোল্লার। জুলেখার গলা থেকে তার হাত সরে এলো। পিঠ চেপে ধরে শ্বাস নেবার চেষ্টা করছে মোল্লা। মাইক এক হাতে তাকে পেছনে টেনে এনে তলপেটে আরেকটা ঘুষি বসাল। কোঁত করে একটা শব্দ করে মেঝেতে ছিটকে পড়ল এবার মোল্লা, ব্যাথায় গুঙিয়ে উঠল।
মোল্লার ফাঁস থেকে ছাড়া পেয়ে টলে পড়ে যাচ্ছিল জুলেখা, মালেক লাফ দিয়ে সামনে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। হাপরের মত শ্বাস নিচ্ছে জুলেখা, তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। জিনিয়া ছুটে এলো। "জুলেখা ঠিক আছে তো?"
মালেক বলল, "হ্যাঁ। শ্বাস নিচ্ছে। বেঁচে আছে!"
জিনিয়া বলল, "বিছানায় শুইয়ে দাও ওকে।"
মালেক জুলেখাকে নিয়ে বিছানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু মাঝপথেই শরীর ঝাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেল জুলেখা। ঝটকা মেরে মালেকের হাত সরিয়ে দিল। তার চোখে মুখে আবার রুক্ষতা এবং কণ্ঠে কর্কশতা ফিরে এল। জান্তব ক্রোধে গর গর করে উঠল সে, "মোল্লা! কি ভেবেছিলি তুই? আমাকে ভুলিয়ে বন্দী করবি? আমার জমিনকে ফিরিয়ে দে নইলে মর।"
মোল্লা মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। এবার তার দু' চোখে ভয়। চাঁদনীকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এক বারে কয়েক ধাপ করে সিঁড়ি টপকে নীচে নেমে যাচ্ছে। চাঁদনী তার পিছু নিল। জিনিয়া চীৎকার করে বলল, "ভাইয়া, ওর সাথে যাও। ও তোমার কথা শুনবে।"
মালেক অনেকটা যন্ত্রের মত চাঁদনীর পিছু নিল। তার সংগ নিল মাইক। মিজান হাত বাড়িয়ে ছেলেকে থামানোর চেষ্টা করল। "তুই যাস না বাব! এসব আধি ভৌতিক ব্যাপারে নিজেকে জড়াস না।"
মালেক বাবার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। মিজান মাইককে লক্ষ্য করে বলল, "ওকে থামাও মাইক। ওর ভীষণ ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।"
মাইক নিস্পৃহ দৃষ্টিতে মিজানের দিকে তাকাল। তারপর তার মুখ বরাবর একটা ঘুষি হাকাল। মুহূর্তের মধ্যে চোখে অন্ধকার দেখল মিজান। ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল, মুখে গরম কিছুর ছোঁয়া। মুখ বেয়ে পানির মত গড়িয়ে নামছে রক্ত! তার বোধহয় নাক ভেঙে গেছে। কিছু চিন্তা করতে পারছে না সে। রহমত এবং জিনিয়া দৌড়ে এল তার দিকে। মাইক নির্বিকার মুখে মালেকের পিছু পিছু চলে গেল।

রহমত মিজানের মুখে একটা তোয়ালে চেপে ধরল। "উঠে বয়। রক্ত পড়া থেমে যাবে। মাইকের কিছু একটা হয়েছে। মনে হয় চাঁদনী ওর উপরেও আছর করেছে।"
মিজানের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। সে গুঙিয়ে উঠল, "মালেককে ধর। ওর মাথার ঠিক নেই এখন।"
জিনিয়া ইতস্তত করে বলল, "ভাইয়া জুলেখাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে, বাবা। ওরা দু'জন দু'জনকে ভালোবাসে!"
মিজান ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। বিড়বিড়িয়ে বলল, "কি বলছিস?"
জিনিয়া রহমতের হাতে মিজানকে ছেড়ে দিয়ে নীচে ছুটল। সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নীচে নামতে গিয়ে হুমড়ী খেয়ে পড়ল। ব্যাথায় কাতরে উঠল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে দাঁড়িয়ে সদর দরজা দিয়ে ড্রাইভওয়েতে বেরিয়ে এলো। প্রথমেই চোখে পড়ল মাইক। ড্রাইভওয়ের ঠিক মাঝখানে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে সে। রাস্তার দিকে তাকাতে মুহূর্তের জন্য মালেকের গাড়ীটাকে ভীষন জোরে ছুটে যেতে দেখল জিনিয়া। মোল্লার গাড়ীটা নেই। সে নিশ্চয় ভেগে গেছে। ধারনা করল মোল্লার পিছু নিয়েছে মালেক এবং চাঁদনী। দুই হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে ড্রাইভওয়ের উপর ধপাস করে বসে পড়ল জিনিয়া। তার নিজেকে পাগল পাগল লাগছে। ঘটনা এমন একটা অদ্ভুত দিকে মোড় নেবে সে ঘুনাক্ষরেও ভাবে নি। মাইক এখনও বোকার মত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।
জিনিয়া ডাকল, "মাইক!"
মাইক ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে ফিরল। "কি জিনিয়া?"
"ভাইয়া গেছে ওর সাথে?"
মাথা দোলাল মাইক। "হ্যাঁ। জুলেখা বলল, গাড়িতে ওঠ। মালেক উঠল। তারপর ঐ লোকটার পিছু নিয়ে চলে গেল।"
জিনিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। "বাবাকে মারলে কেন তুমি?"
বোকার মত মাথা নাড়ল মাইক। "মেরেছি? বলতে পারব না। একটু আগে কি হয়েছে আমার কিচ্ছু মনে আসছে না। কেমন যেন আচ্ছন্নের মত লাগছে।"
রহমত এবং মিজান খোঁড়াতে খোঁড়াতে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে চলে এসেছে। মিজান তার মুখের উপর তোয়ালেটা এখনও শক্ত করে চেপে ধরে আছে। "কোথায় গেল ওরা?" রহমত জানতে চাইল।
মাইক আঙ্গুল দিয়ে রাস্তা দেখাল। "মোল্লা আগে গেল। ওরা দু'জন পেছনে।"
জিনিয়া বলল, "বাবা, পুলিশে খবর দাও। আমার মন বলছে ভাইয়ার একটা বিপদ হতে পারে।"
রহমত ফোন বের করল। "আমি ফোন করছি। জিনিয়া, তোমার বাবাকে নিয়ে এমারজেন্সীতে যেতে হবে। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।"
ওরা সবাই জিনিয়ার গাড়ীতে উঠল। গাড়ী চালিয়ে নিকটবর্তী হাসপাতালের দিকে রওনা দিল জিনিয়া। রহমত গাড়ীতে উঠে পুলিশে ফোন দিল। তাদেরকে এমারজেন্সীতে আসতে অনুরোধ করল। জিনিয়া মালেকের সেল ফোনে ফোন করল। ফোন বাজছে। কেউ ধরল না।